যুগান্তর

তারিখ 07 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন

ড. অরুণ কুমার বসাক

আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় শিক্ষানীতি পেয়েছি। একটি ভালো শিক্ষানীতি এবং এর বাস্তবায়ন আমাদের দেশে এখন অত্যন্ত জরুরি। এর কারণ সবার জানা, আমাদের দেশে অবক্ষয় এখন সর্বস্তরে। অবক্ষয় নেই শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দুর্নীতিতে। আমরা প্রায় সবাই মুখ্যভাবে অথবা গৌণভাবে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হচ্ছি। বর্তমানে আমরা সার্বিকভাবে কী দৃশ্য দেখছি : (ক) আমরা অভিভাবকরা বলি, আমার মাস্তান ছেলেই আমাকে রক্ষা করছে। (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তার শিক্ষককে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করিয়েছে বলে অভিযুক্ত। (গ) যৌন বিকৃতির অভিযোগ এখন শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও আসছে। এসবই কুশিক্ষার ফসল। এহেন প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্যগুলো যথাযথ। সেগুলোর কয়েকটি হল— মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, পরমতসহিষ্ণু, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটে আমাদের মানসিকতা দুর্বল হওয়ার কারণে শিক্ষানীতির লক্ষ্যগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন একটি কঠিনতর কাজ বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা যা বলি করি না, আমরা যা ভাবি করতে পারি না। এর কারণ বিশ্লেষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষায়তনের পরিবেশ ও শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমাদের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ :

> আমাদের শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রশিক্ষণ দরকার। এর জন্য শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু মন, যুক্তি, ধৈর্য, একাগ্রচিত্ততা ও পরিশ্রম দরকার। কিন্তু এ গুণাবলী হঠাৎ করে অর্জন করা যায় না। পিতা-মাতার আচরণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে এ গুণাবলী গড়ে তুলতে হয়।

১. রাস্তায় চলতে চলতে শুনতে পাই, শিক্ষার্থীরা পড়ে : 'রহিম মানে একটি ছেলে', 'সাদা মানে শুভ্র'— বহুবার।

২. ক্লাস-থ্রির শিক্ষার্থী 'বিড়ালের রচনা' স্বাচ্ছন্দ্যে লিখতে পারে, ক্লাস এইটের একই শিক্ষার্থী একই 'বিড়ালের রচনা'র ওপর লিখতে ভয় পায়। এর অর্থ দাঁড়ায়, শিক্ষায়তনে পাঁচ বছরের মুখস্থ শিক্ষা তার সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

৩. কলেজগুলোতে ব্যবহারিক ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উপদেশ দেন : পরীক্ষণের পাঠ ১টা নিতে, অন্য ২টি পাঠ একটু কম/বেশি করে লিখতে। এতে শিক্ষার্থী কোনোদিন শিখতে পারে না উপাত্ত গ্রহণ বহুপাঠের যথার্থ কারণ।

৪. এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের সাধারণ চিত্র দেখা যাক (কলেজগুলোতে সাধারণভাবে আরও খারাপ) : (ক) গণিত মুখস্থ করে। (খ) পরিসংখ্যান পড়ে সম্ভাব্যতা (probability) ভালো বোঝে না। (গ) পদার্থবিজ্ঞান পড়ে ওমের সূত্র ভালো বোঝে না। (ঘ) রসায়ন পড়ে পরমাণুর যোজনি বোঝে না।

৫. মৌলিক ধারণা না থাকায় শিক্ষার্থীরা পড়ে আনন্দ পায় না, সে জন্য পড়ে না। কয়েকটি প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে পাস করে। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির করুণায় অনেক ক্ষেত্রে কনসেপচুয়াল ধারণা ছাড়াই সর্বোত্তম গ্রেড পেয়ে যাচ্ছে।

৬. না বোঝার বেদনায় শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাওয়ার বিভিন্ন পন্থা খুঁজে বেড়ায়। এসবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে মাদকাসক্ততা। আবার এর প্রয়োজনেই চাঁদাবাজির প্রচলন এসেছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং চাকরিরত ব্যক্তিরা 'প্রশ্নপত্র ফাঁসে'র মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

৭. বর্তমানে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা, আমাকে মাফ করবেন, এমন যে, অনেক ক্ষেত্রে 'আমরা যে জানি না, তাও জানি না'। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মেধা উন্নত বিশ্বের ছেলেমেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। প্রাইমারি ধাপ থেকেই খারাপ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছেলেমেয়েদের সাধারণভাবে দুর্বল করছে। আমাদের শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রশিক্ষণ দরকার। এর জন্য শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু মন, যুক্তি, ধৈর্য, একাগ্রচিত্ততা ও পরিশ্রম দরকার। কিন্তু এ গুণাবলী হঠাৎ করে অর্জন করা যায় না। পিতা-মাতার আচরণ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে এ গুণাবলী গড়ে তুলতে হয়। এই গুণাবলী থেকেই জনগণ সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হতে পারেন। এই গুণাবলী দল-মত নির্বিশেষে 'ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ' বলার সাহস জোগায়।

যে কোনো শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রধান মাধ্যম। ভালো শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পড়ার কৌশল শিখিয়ে দিতে পারেন কীভাবে বুঝতে হয় এবং পড়ে আনন্দ পেতে হয়। তারপর এভাবে জেগে ওঠা 'আনন্দ' শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করে আরও জানার জন্য। তখন সময় কাটানোর জন্য ছেলেমেয়েদের নেশার আশ্রয় নিতে হয় না। তাদের চাঁদাবাজি করার সময় থাকে না কিংবা প্রশ্ন ফাঁসের পেছনে ছুটতে হয় না, প্রয়োজনও হয় না। নাতি-সন্তানও খারাপ প্রশিক্ষণ পাবে। পরীক্ষা-পদ্ধতি এমনভাবে প্রণয়ন করা দরকার যাতে সৃজনশীল ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন পরীক্ষার্থীরাই প্রাপ্ত নম্বর এবং ফলাফল বিচারে শীর্ষে অবস্থান করতে পারে। সৃজনশীল ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ রক্ষা করতে পারেন এবং 'প্রশ্নপত্র ফাঁস'সহ সব রকম দুর্নীতি দমন/প্রতিরোধ করতে পারেন।

আমাদের শিক্ষায়তনগুলোয় শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির কারণে পারস্পরিক অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে। প্রশাসন-শিক্ষক, প্রশাসন-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃংখলা। সহজ প্রমোশন পদ্ধতি হলে শিক্ষকরা খুশি হন। কিন্তু শিক্ষায়তনের মান হ্রাস পায়, যেটা ঘটছে। শিক্ষকরা বেশি পড়লেই শিক্ষার্থীরা অখুশি হয়। সৃজনশীল প্রশ্ন করলেই শিক্ষার্থীরা হৈ চৈ করে। দলবাজির নামে নিজের পরিচিত দুর্বল শিক্ষকের নিয়োগ হলে আমরা খুশি হই। আমি ছাত্রাবস্থায় পড়া প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি : '... there cannot be democracy without rules and freedom without limit ...'। আমাদের শিক্ষায়তনে দলীয় রাজনীতির সীমাহীন স্বাধীনতার কারণে শিক্ষকরা কোনোরকম সমালোচনা করতে সাহস পাচ্ছেন না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাময়িক স্বার্থে আমাদের সবসময়ই দুর্বলদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

আমাদের শিক্ষানীতির সার্থক বাস্তবায়নের চাবিকাঠি সর্বস্তরে আদর্শ ভালো শিক্ষকমণ্ডলী, যারা প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দসহ জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারেন। সেজন্য দরকার সঠিক নির্বাচন ব্যবস্থা যাতে সব রকম সংকীর্ণতা পরিহার করে সর্বোত্তম প্রাপ্তিসাধ্য পদপ্রার্থী (best available candidate) শিক্ষক নিয়োগ পেতে পারেন। এ লক্ষ্যে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার করে সৃজনশীলতার বিচারে যোগ্যতম প্রার্থী যাচাই করার আও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, দুর্বল শিক্ষক তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সহজেই আদর্শ বিসর্জন দেন এবং শিক্ষায়তনের পরিবেশ বিনষ্ট করতেও পিছপা হন না। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নিবেদন রাখছি, আপনারাই ঘোষণা দিন 'শিক্ষক নির্বাচনে কোনোরকম কোটা' নয়। দুর্বল শিক্ষক হলে আপনার নাতি-সন্তানও খারাপ প্রশিক্ষণ পাবে। পরীক্ষা-পদ্ধতি এমনভাবে প্রণয়ন করা দরকার যাতে সৃজনশীল ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন পরীক্ষার্থীরাই প্রাপ্ত নম্বর এবং ফলাফল বিচারে শীর্ষে অবস্থান করতে পারে। সৃজনশীল ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ রক্ষা করতে পারেন এবং 'প্রশ্নপত্র ফাঁস'সহ সব রকম দুর্নীতি দমন/প্রতিরোধ করতে পারেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ রাখছি :

১. পরীক্ষার উত্তরপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য উত্তরপত্রে 'বিশেষ কালি'তে ভুল সম্পর্কিত মন্তব্য রাখার জন্য পরীক্ষককে নির্দেশ দেয়া বাঞ্ছনীয়, যদিও একাধিক পরীক্ষকের ক্ষেত্রে উত্তরপত্রে নম্বর দেয়া চলবে না। এতে পরীক্ষকের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

২. সর্বস্তরের শিক্ষায়তনে স্বচ্ছ জাতীয়ভাবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

৩. প্রাইমারি শিক্ষা সবচেয়ে বেশি এবং তারপরই সেকেন্ডারি শিক্ষার মানের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানসম্মত গবেষণাকে মূল্য দিতে হবে। প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ-সংশ্লিষ্ট জার্নালের impact factor (IF) থাকতে হবে। IF অনুযায়ী গবেষণা প্রবন্ধের মূল্যায়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষায়তনগুলোয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গুরুত্বসহ প্রদান করতে হবে।

৬. শিক্ষায়তনগুলোয় আক্ষরিক সংকীর্ণতা কমাতে হবে।

৭. শিক্ষায়তনগুলোয় নির্বাচন প্রক্রিয়া যথাসম্ভব কমাতে হবে।

৮. শিক্ষায়তনগুলোয় শিক্ষকদের 'লেজুড়বৃত্তির' রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৯. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

১০. ওয়েবসাইট 'হ্যাকিং' বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত মানের জনবল নিয়োগ করতে হবে।

আমি দল-মত নির্বিশেষে সবার কাছে মিনতি রাখছি, আমরা যেন ক্ষুদ্র স্বার্থে দলীয় সংঘাত করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সর্বনাশ না করি। আমাদের সন্তানরা বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আরও সাফল্য লাভ করলে আমাদের দেশ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ড. অরুণ কুমার বসাক : প্রফেসর ইমেরিটাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
akhasak@gmail.com